দৈনিক [illegible] 02

তারিখ ..23. APR..1997 ..
পৃঃ ৩ কলাম ৪

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ৷৷ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে চরম আর্থিক সংকটে নিপতিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের রেভিনিউ বাজেটের বেতন ও ভাতা, শিক্ষা আনুষঙ্গিক এবং সাধারণ আনুষঙ্গিক খাত তিনটির সকল উপ-খাতে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাড়াইয়াছে প্রায় দুই কোটি টাকা।

পরিস্থিতি সংকটজনক হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব পরিচালক গত ৮ই এপ্রিল এক পত্রের মাধ্যমে সকল শিক্ষা/প্রশাসনিক/শাখা প্রধানকে সকল খাত ও উপ-খাতে ব্যয় সংকোচন ও কৃচ্ছ্রতা পালনের জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। উল্লেখ করা হয়, সংশোধিত বাজেটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন অনু-

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

যায়ী অতিরিক্ত বরাদ্দ না পাইলে বিশ্ববিদ্যালয় গুরুতর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইবে। চিঠিতে বলা হয়, ইতিমধ্যে প্রায় দুই কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফাণ্ড হইতে ধার লইয়া রেভিনিউ বাজেটের বেতন ও ভাতাদিসহ বিভিন্ন খাতের এবং উপ-খাতের ব্যয় নির্বাহ করা হইয়াছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়ায় গত বছরের ২০শে অক্টোবর অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত এক পত্রে বিভিন্ন খাতে ব্যয় হ্রাসের নির্দেশ দেওয়া হয়।

মন্ত্রণালয়ের উক্ত পত্রে অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখা, সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রত্যাশায় অতিরিক্ত ব্যয় না করা, আর্থিক শৃংখলা/বিধিবিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন এবং সকল প্রকার আনুষঙ্গিক ব্যয় হ্রাসের নির্দেশ দিয়া বলা হয়, এ বিষয়ে কোন শৈথিল্য পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অর্থ মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অর্থ সংকট পরিস্থিতির জন্য রেভিনিউ বাজেটের সকল খাত এবং উপ-খাতগুলিতে বিশেষ করিয়া সকল বিভাগের স্থায়ী, অগ্রিম, যাতায়াত, ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়, আপ্যায়ন, ওভারটাইম, আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত, দৈনিক মজুরীর বেতন, পর্দা, ম্যাট ও ক্রোকারিজ ক্রয় এবং অন্য আনুষঙ্গিক উপ-খাতগুলিতে বাজেট বরাদ্দের কয়েক গুণ অতিরিক্ত ব্যয়কে দায়ী করিয়াছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা এই সংবাদদাতাকে জানাইয়াছেন, এক শ্রেণীর অসাধু, দুর্নীতিবাজ ও ক্ষমতালোভী ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার জনিত কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় দারুন অর্থ সংকটে পড়িয়াছে। পরিস্থিতি এমন যে, যেকোন মুহূর্তে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদানের বিষয়টি অনিশ্চিত হইয়া পড়িতে পারে বলিয়াও তিনি আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন।